UDYAM -WB-10-0002663

সর্বভারতীয় দৈনিক প্রকাশিত বাংলা অনলাইন পত্রিকা

BKL NETWORK

বলো কলকাতা

সর্বদা সত্যের খোঁজে...

All india registered digital media platfrom
Reg by – Gov of india

www.bolokolkata.com
WB-2023/03052

নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক! (১)

সি বি আই তলবে গর্জন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের (১)

বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা (৫)

মালদহে ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চরক গাছ! (৫)

epaper.bolokolkata.com | কলকাতা ২ বৈশাখ ১৪৩০, রবিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ | ৬+২ পাতা

নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ালো নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়কের!

নিউজ ডেস্ক

রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে শুক্রবার থেকে তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই। তাঁর বাড়ি থেকে একাধিক নথি মিলেছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের। শনিবার,নববর্ষের প্রথম দিনেও চলেছে তল্লাশি। এর মাঝেই রাজ্যের শাসক দলের আরও এক বিধায়কের নাম উঠে এল এই দুর্নীতিতে। নাম জড়িয়েছে নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডলের। বিধায়কের অবশ্য অভিযোগ, এই ঘটনা বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মস্তিষ্কপ্রসূত ষড়যন্ত্র। মুর্শিদাবাদ জেলায় চলতি বছরে বারবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন-সহ জঙ্গিপুরের একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও মিলে খানাতল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপর বড়ঞার তৃণমূলের বিধায়কের বাড়িতেও হানা দিয়েছে সিবিআই। এসবের মাঝেই নাম জুড়েছে নবগ্রামের বিধায়কের। নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর নাম উঠে আসতেই বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন,"জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটি অত্যন্ত লড়াই করে দল গঠন করে কাজ করে চলেছে। তাতে বিরোধী পক্ষের সমস্যা হচ্ছে বলে তারা ইডি, সিবিআইকে দিয়ে ভয় দেখনোর চেষ্টা করছে।"
পাশাপাশি সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে বিধায়কের বিস্ফোরক অভিযোগ,"যিনি (শুভেন্দু অধিকারী) দিদির খুব কাছের ছিলেন একটা সময়ে, তিনি নিজে পাঁচটা চাকরি করে দেবেন বলে নাম চেয়েছিলেন। ওঁকে পাঁচটা নাম দেওয়া হলেও চাকরি দিতে পারেননি"। বিধায়কের দাবি, তিনি নিজের মেয়ের চাকরির জন্যও বলেছিলেন। কিন্তু তাও হয়নি বলে দাবি তাঁর। এদিন কানাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "এখন শুভেন্দু অধিকারী অন্য দলে গিয়ে বদনাম করছে"।

সি বি আই তলবে গর্জন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নিউজ ডেস্ক

সি বি আই তলবের পরই ফুঁসে উঠলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শনিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে একহাত নিলেন। দিল্লি আবগারি মামলায় ধৃতদের নির্যাতন করা হচ্ছে। তাঁদের চাপ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ তুললেন কেজরিওয়াল। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেও তোপা দাগেন তিনি।
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, "CBI এবং ED-কে বিরোধীদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই তদন্তকারী এজেন্সিগুলি মিথ্যা রটাচ্ছে। ১৪টি ফোন ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ধৃতদের চাপ দিয়ে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে"। 'মেয়ে কী ভাবে কলেজ যায় দেখে নেব।' এমনটা বলে ভয় দেখানো হচ্ছে ধৃতদের। দাবি করলেন কেজরিওয়াল। মোদী সম্পর্কে বিস্ফোরক কেজরিওয়াল এরপরই কেজরিওয়ালের মন্তব্য, "এতদিন ধরে তদন্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বেআইনি এক পয়সাও খুঁজে বের করতে পারেনি। যখন এক টাকাও উদ্ধার হল না, তখন বলা হল বেআইনি টাকা নাকি গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে খরচ করা হয়েছে। কী প্রমাণ রয়েছে ওদের কাছে? আমাদের সমস্ত টাকা চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়। এক পয়সা খুঁজে বের করে দেখাক।" আর এখানেই কেজরির সংযোজন, "আমি যদি আজ কোনওরকম প্রমাণ ছাড়াই দাবি করি, আমি প্রধানমন্ত্রীকে এক হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় নরেন্দ্র মোদীকে এই টাকা আমি দিয়েছি। তবে কি তাঁকেও গ্রেফতার করা হবে"?

শিরোনাম

- এসএলএসটির নিয়োগের সম্পূর্ণ ডেটাবেস তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে (১)
- আ্যান্টিগা ও বারবুডা হাই কোর্টের নির্দেশ, আপাতত আর দেশে ফেরানো যাবে না মেহুল চোকসিকে (১)
- রাজভবনের 'হেরিটেজ ওয়াক' এর শুভ সূচনা (১)
- নববর্ষের দিনে বাংলার জন্য উপহার কেন্দ্র সরকারের (৩)
- সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা (৩)
- শুরুটা ভালো করেও পাওয়ার প্লে-তে বড় রান তুলতে ব্যর্থ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। (৪)
- জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার উপর হামলা (৪)
- মালদহে প্রচন্ড গরমে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের, শোকের ছায়া (৫)
- নদিয়ার হাঁসখালিতে শুটআউটে ধৃত আরও দুই! (৫)
- দুর্গাপুর থানার এ জোন পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন (৫)
- নববর্ষের ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা (৫)

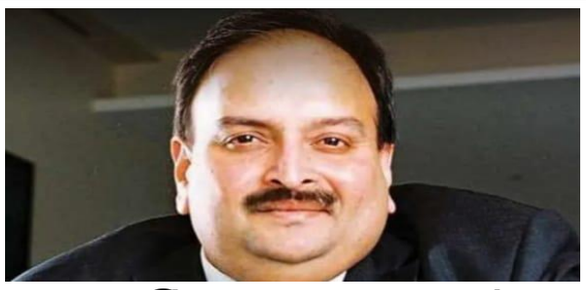

আ্যান্টিগা ও বারবুডা হাই কোর্টের নির্দেশ, আপাতত আর দেশে ফেরানো যাবে না মেহুল চোকসিকে

নিউজ ডেস্ক:-পুলিশি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আ্যান্টিগা ও বারবুডা হাই কোর্ট জানিয়ে দিল, দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপরাষ্ট্র থেকে জালিয়াতিতে অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ীকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না।পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকা জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মেহুল চোকসি ঋণ না মিটিয়ে দেশ ছাড়েন।এরপর অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব নিয়ে সেই দ্বীপেই আস্তানা গেড়েছেন মেহুল চোকসি।২০১৮ সালে ভারত থেকে পালিয়ে অ্যান্টিগা ও বারবুডায় আশ্রয় নিয়েছিলেন মেহুল চোকসি। অ্যান্টিগার আদালতের এই নির্দেশের ফলে মেহুল চোকসিকে দেশে ফেরানোর আশা কার্যত শেষ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এসএলএসটির নিয়োগের সম্পূর্ণ ডেটাবেস তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে

নিউজ ডেস্ক

শনিবার তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে অভিযানের পর সিবিআই সূত্রের খবর এসএলএসটির গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার ডেটাবেসই মিলেছে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩,৪০০ প্রার্থীর তথ্য। নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম মাথা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এমনটাই দাবি সিবিআইয়ের। শুক্রবার দুপুর থেকে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরুর পর শনিবার বিধায়ক এর বাড়ি থেকে একাধিক কম্পিউটার, বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, তিনটি নোটপ্যাড, হাই স্পিড ওয়াইফাই কানেকশন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সফ্টঅয়্যার বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই।

রাজভবনের 'হেরিটেজ ওয়াক' -এর শুভ সূচনা

ধীমান কুন্ডু, কলকাতা:-রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্যোগে এবং জাদুঘরের সহযোগিতায় রাজভবনে শুরু হল জন সাধারণের 'হেরিটেজ ওয়াক'।শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এই 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু হয়। রাজভবন ঘুরে দেখার সুযোগ পান ২৯ জন।পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, পঞ্জাব, রাজস্থান থেকে আগত চার অতিথিকে রাজভবনের তরফে দেওয়া হয় সংবর্ধনা ।আগত ২৯ জন ব্যক্তিদের রাজভবনের বিখ্যাত 'চাইনিজ ক্যানন', 'কার্জন এলিভেটর' (এশিয়ার প্রথম লিফ্ট), দু'টি সরোবর, ১১ হাজার বই বিশিষ্ট লাইব্রেরি, রাজভবনের বিভিন্ন হল সহ বাগান ঘুরিয়ে দেখানো হয়। এবার থেকে সাধারণ মানুষ রাজভবন চত্বর এবং রাজভবনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে আসতে পারবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল, এর জন্য জাদুঘরের ওয়েবসাইট থেকেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। শনি বা রবিবারের মধ্যে যে কোনও এক দিন এক ঘণ্টা করে রাজভবন ঘুরে দেখার সুযোগ দেওয়া হবে সাধারণ মানুষকে। তবে এখনও পর্যন্ত সেই দিনটি চূড়ান্ত করা হয়নি বলেও রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে।

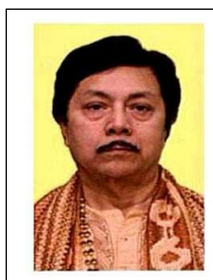
বহু প্রশংসিত তন্ত্র ও মাতৃসাধক শ্রী গোবিন্দ আচার্য্য
Tantra Bagish, Samudrik Ratna, Gold Medalist (Benaras)
K.B.S. (N. Delhi), M.R.A.S. (London), I.S.C.A & B.M.U. (Cal)
7/1, Jessore Road, Dum Dum, Kol-28
Mob. : 8777091514 / 9748876046 YouTube

অবসরে

জানা-অজানা

- শরীরে অনেক চুল থাকলেই আমাদের প্রধান কাজ হল সেই লোম বা চুল কে শেভিং করে ফেলা। কিন্তু আপনি জানেন কি, বর্তমানে একটি সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে, শরীরে বেশি চুল থাকার সঙ্গে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আপনার শরীরে অত্যধিক পরিমাণে চুল বা লোম আছে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কোনো কারণ নেই। কারণ এটি আসলে Intelligence-এর পরিচয়।
- আপনি জানেন কি, জল এবং চায়ের পর, বিয়ার পৃথিবীতে তৃতীয় জনপ্রিয় পানীয়।
- আমাদের মধ্যে অনেকেই "Phantom vibration syndrome"-এর শিকার। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যাক্তির সময়ে সময়ে মনে হয়, তার মোবাইলে হয়ত কোনো নোটিফিকেশন এর শব্দ শোনা গেল, বা তার মোবাইল হয়ত vibrate করে উঠল। কিন্তু আদতে তার মোবাইল vibrate করে উঠে নি। এই যে মোবাইল vibrate না করেও মোবাইল vibrate করার অনুভূতি আসে এটিই হল উপরোক্ত সিনড্রোমের লক্ষণ।
- ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বেশি হলেও এই দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিন্দু মন্দিরটি অনুপস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিন্দু মন্দিরটি রয়েছে কলম্বিয়ার আঙ্কর –এ
- আমরা যা কিছু খাই তা দিয়েই আসলে আমাদের শরীর তৈরি হয়। কি বিশ্বাস হচ্ছে না! আসলে গড়ে প্রায় ৩৫ দিনের মধ্যে আমাদের শরীরের পুরনো চামড়ার স্তর বদলে নতুন চামড়ার স্তরের জন্ম হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে প্রতি ৩৫ দিনের মাথায় আমাদের শরীরের পুরনো কোষ গুলি সরে গিয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। আর এই কোষগুলি সৃষ্টির যাবতীয় উপাদান আসে আমাদের খাদ্য থেকে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে সুরক্ষিত ও নিরাপদ খাবার খাওয়া জরুরি।
- আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে, প্রায় সবার বাড়িতেই ঘোড়া ছিল, আর সেই সময় যাদের বাড়িতে গাড়ি ছিল তাদের ধনী মানা হত। কিন্তু ১০০ বছর পর পরিস্থিতি পুরো বদলে গেল। বর্তমানে যার বাড়িতে গাড়ি আছে তাকে সাধারণ এবং যার বাড়িতে ঘোড়া আছে, তাকে ধনী বা বিশেষ ধনী মানা হয়ে থাকে।
- অনেক সময় আমাদের মাথার চুলের হঠাৎকরেই রং ধূসর সাদা রঙের হয়ে যায়। কিন্তু গবেষকদের মতে, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসলে অত্যধিক স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে দিনপাত করলে চুলের রং এরকমটি হয়ে যায়। স্ট্রেস দূর হলেই অনেকাংশে এই ধূসর চুল গুলি আবার আগের মত কালো হয়ে যায়।

জন্মদিন

১৭৫১ - জেমস ম্যাডিসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি।
১৭৮৯ - জর্জ সায়মন ও'ম, জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী।(মৃ.১৮৫৪)
১৮৩৯ - সুলি প্রুদোম, ফরাসি সাহিত্যিক।
১৮৮০ - রাজশেখর বসু, বাঙালি সাহিত্যিক, অনুবাদক, রসায়নবিদ ও অভিধান প্রণেতা।(মৃ.১৯৬০)
১৮৯২ - সেসার ভাইয়েহো, পেরুর কবি, লেখক, নাট্যকার এবং সাংবাদিক।
১৯৪০ - বেরনার্দো বেরতোলুচ্চি, ইতালীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা।
১৯৫০ - কবীর সুমন, বাঙালি গায়ক।
১৯৫৩ - রিচার্ড স্টলম্যান, মার্কিন প্রোগ্রামার,মুক্ত সোর্সের প্রবক্তা ও গ্নু ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।
১৯৫৩ - ইজাবেল উপের, ফরাসি অভিনেত্রী।
১৯৫৮ - ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত।(মৃ.২০২১)

মৃত্যুদিন

১৯৩৭ - রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ ,প্রখ্যাত বাগ্মী, দেশসেবক। (জ. ১৮৬৯)
১৯৭১ - অমলকৃষ্ণ সোম, বাঙালি মঞ্চাভিনেতা।
২০০৭ - মানজারুল ইসলাম রানা, বাংলাদেশী ক্রিকেটার।
২০১১ - খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ।
২০১৩ - জামাল নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশি পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।
২০২১ - মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশের সাবেক উপরাষ্ট্রপতি, অষ্টম প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ – ব্যাবিলনিয়ানরা জেরুসালেম লুণ্ঠন করে এবং রাজা হিসাবে জ্যাকোনায়া কে বাদ দিয়ে জ্যাডেকিয়া কে সিংহাসন দেয়া হয়।
১১৯০ – ইয়র্ক এর ক্লিফোর্ডস টাওয়ারে ইহুদীদের
১৯৩৫ - বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।
১৯৮৯ – মিশরের গিজার মহা পিরামিড এর পাশে ৪,৪০০ বছর পুরানো একটি মমি পাওয়া যায়।
২০০৫ – ইসরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে জেরিকো নিয়ন্ত্রণ ফিলিস্তিনিদের উপর ছেড়ে দেয়।

আজকের আবহাওয়া

কাল আবছা রৌদ্রজ্জ্বল দিন।
আজ ও উষ্ণ থাকবে আব্হাওয়া।

দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস
ও সর্বনিম্ন ২৯ ডিগ্রি
সেলসিয়াসের আসে পাশে থাকবে।

বাতাসে আর্দ্রতার পরিমান
শতকরা ৪১ শতাংশ থাকবে।
বৃষ্টির কোনো সম্ভবনা আপাতত নেই।

আজকের রাশিফল

১৬ই এপ্রিল

- মেষ - প্রেমে প্রতারণা।
- বৃষ - প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার্থীদের সফলতা।
- মিথুন - পারিবারিক আলোচনা।
- কর্কট - দাম্পত্য সুখ।
- সিংহ - মানসিক অবসাদ।
- কন্যা - আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ।
- তুলা - ব্যবসায় উন্নতি।
- বৃশ্চিক - পিতা মাতার সহযোগিতা প্রাপ্তি।
- ধনু - চাকরি ক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব।
- মকর - পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য বিষয়ে আগ্রহ।
- কুম্ভ - কর্মে সমস্যা।
- মীন - পরিবারের সহযোগিতা।

গণনায় - তন্ত্র সাধক ও জ্যোতিষাচার্য্য
শ্রী অয়ন চক্রবর্তী মোবাইল-৯৮৭৪১ ৭৯৩৩৯

সময় সারণী

আজ: ২ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী: ১৬ এপ্রিল ২০২৩

সূর্য উদয়: সকাল ০৫:১৭ এবং অস্ত: বিকাল ০৫:৫৪ মিনিটে।

তিথি:-
কৃষ্ণ পক্ষ: একাদশী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৫:১৭ মিনিট পর্যন্ত, পরে কৃষ্ণ দ্বাদশী।

জোয়ার ভাটা:-
কলকাতায় জোয়ার শুরু মধ্যরাত্রি ০২:০৬ মিনিটে, জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে সকাল ০৭:১৩ মিনিটে, এরপর ভাটা শুরু। দ্বিতীয়বার জোয়ার শুরু দুপুর ০২:৩৭ মিনিটে, জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৭:৪৯ মিনিটে, এরপর ভাটা শুরু।

বলো কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জ্যোতিষী

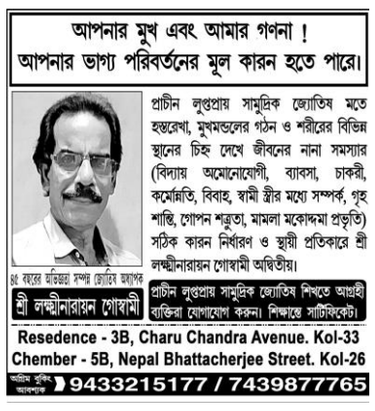

বাড়ি/ঘর/ফ্ল্যাট ভাড়া

- J.D park মেট্রোয় কাছে ভবানীপুর 400 Sft. (AC) অফিস ঘর ভাড়া দেব। 9831632434

জ্যোতিষ শিক্ষা

- **জব ওরিয়েন্টেড কোর্স।** অন লাইন / হাতে কলমে, জ্যোতিষ, তন্ত্র, শিখে স্বনির্ভর হোন। কলকাতা, মেচেদা। 6294611974

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

- **যোগা, ফিজিওথ্যারাপী** (ম্যানুয়াল ও মেশিনে) কলকাতার মধ্যেবাড়ি গিয়ে করি। ডাক্তার বাবুর পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে। 824023693
- **অ্যাডভান্সড ইমিউনোথেরাপি** জরায়ুতে টিউমার, পলিসিস্টিক ওভারী, গলব্লাডারে স্টোন, যে কোন ধরনের ক্যান্সার,কিডনির জটিল অসুখ বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সরানো হয়। টেলিমেডিসিন No- 8617553735

REBEL FITNESS
"a complete fitness solution for you and your family"
- Fitness counseling
- Training at our centre.
- Training at your personal place
- Group classes
- Body transformation

Contact @ 7980684996

গ্রহরত্ন

কর্মখালী

- দমদম হোস্টেলে রাঁধুনি ও বয় চাই।থাকা+খাওয়া ফ্রি। 7003746350

ব্যাবসা বাণিজ্য

- গ্রহরত্ন পাইকারী দামে সকল প্রকার গ্রহরত্ন পাওয়া যায়। এস. এস. জেমস 1/1. ব্যানার্জী লেন। বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট। কোল - 12. 7980455525

অভিনেতা ও অভিনেত্রী

- নতুন গানের ভি ডি ওর জন্য নাচ জানা নায়ক নায়িকা ভূমিকার অভিনয় এবং ব্যাকাব ডান্সার এর প্রয়োজন যোগাযোগ 7980203839

শিক্ষা

- শ্যামবাজার মেট্রোর কাছে পড়াবার উপযুক্ত ঘর আছে। টিচার স্বাগত। 98312 47419

সকল রকম বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড় পত্রিকায় গল্প, কবিতা, রান্নার রেসিপি, ভ্রমণ কাহিনী আঁকা , নিজের ফোনে তোলা ছবি ও আপনাদের মতামত পাঠান। মোঃ -৮৯১০৫৩৯২৯৭

বলো কলকাতায় সাংবাদিক, লেখক ও সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ শেখা বা করার জন্য লোক প্রয়োজন। আগ্রহীরা সত্বর যোগাযোগ করুন - ৮২৪০১৬৮৩৭০

সতর্কীকরণ:- বিজ্ঞাপনের যাবতীয় বক্তব্য একমাত্র বিজ্ঞাপন প্রদানকারীর নিজের, দায়িত্বও তাঁর।"বলো কলকাতা-এর" এর এতে কোনও ভূমকা নেই। পাঠকের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব।, তাই প্রতারিত বা ঝুঁকির ব্যাপারে সব জেনে নিয়েই পদক্ষেপ নেবেন।

DEBJIT SIR
COACHING CLASSES
Mo: 98300 37937
English (Honours , M.A.)
CU - IGNOU - RBU - Netaji
Entrance Exam.
Preparation : WBCS , RAIL , BANK , CDS , IELTS , PTE , CAT , GMAT
RASHBEHARI (Badamtala)
JADAVPUR (Bijoygarh)

সাংবাদিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

▪ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ▪

BKL NETWORK বা বলো কলকাতা পরিবার-এর মিডিয়া ইউনিট বলো কলকাতা টিভি ও বলো ইপেপার-এর জন্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় সাংবাদিক নেওয়া হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন জায়গা সীমিত।

বি:দ্র: যেহেতু বলো কলকাতা পরিবার স্বেচ্ছাসেবী পরিবার তাই এখানে কোনরকম আর্থিক লেনদেন নেই অর্থাৎ যদি কেউ ভালোবেসে বিনা পারিশ্রমিকে যুক্ত হতে চান? তাহলে বলো কলকাতা পরিবারের বিগত ৫ বছরের এক বৃহৎ সংগঠনে আপনাকে স্বাগত।

যোগাযোগ: 8240168370

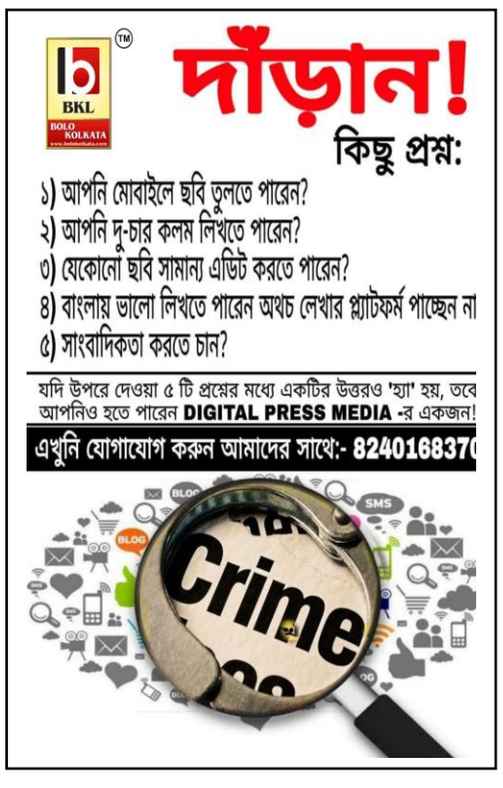

শনিবার বাংলা বছরের প্রথম দিন। ১৪৩০ সালের পয়লা বৈশাখ। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, "শুভ নববর্ষ । আগামী বছর আনন্দ নিয়ে আসুক। সবাই সুস্থ থাকুন" । প্রায় প্রতিটি উৎসবেই নিয়ম করে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিনও সেভাবেই শুভেচ্ছা জানালেন তিনি ।

শনিবার ভোরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে । যাত্রী নিয়ে বাস উলটে পড়ল খাদে। তাতে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। জখম ২৫ জনেরও বেশি।

বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে সিবিআই। মুর্শিদাবাদে যখন এই অভিযান চলছে তখন পয়লা বৈশাখের সকালে বীরভূমের নলহাটিতে তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীর বাড়ি ও আশ্রমে পৌঁছে গেল সিবিআইয়ের দু'টি টিম।

বাংলা বছরের শেষদিনে দুই কালী মন্দিরে দুই হেভিওয়েট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গেলেন কালীঘাট মন্দিরে। কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গেলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। এদিন কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরে গিয়ে পুজো দেন মমতা।

শুভ নববর্ষ। স্বাগত ১৪৩০। নতুন বাংলা বছরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে কদর বাড়তে চলেছে নয়া প্রজন্মের। কার্যত দলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এবার নতুন ও তরুণ মুখ তুলে আনতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুপুর ১২টা ২ মিনিটে সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমানের উইন্ডশিল্ড ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে, কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করান হয় বিমানটিকে।

নববর্ষের দিনে বাংলার জন্য উপহার কেন্দ্র সরকারের

নিউজ ডেস্ক

নববর্ষের দিনে বাংলার জন্য উপহার দিল কেন্দ্র সরকার। সেনা বাহিনী নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জানিয়ে দেওয়া হল, এবার বাংলা সহ মোট ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শনিবার অমিত শাহের মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে সেনা বাহিনী নিয়োগ পরীক্ষার নতুন নিয়ম জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এতদিন এই পরীক্ষা শুধু হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় হত। এবার থেকে এই দুই ভাষার পাশাপাশি আরও ১৩টি ভাষাতে নেওয়া হবে। স্থানীয় যুবদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করাতে এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলা, অসমিয়া, গুজরাটি, মারাঠি, মালায়ালাম, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, উর্দু, পঞ্জাবি, মণিপুরী এবং কোঙ্কানি— এই মোট ১৩ ভাষায় প্রশ্নপত্র থাকবে। প্রার্থীরা এইসব ভাষাতে উত্তর দিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স , ইন্দো-তিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে।

সারা ভারত গগণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

নিউজ ডেস্ক

ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর: নারী ও দলিত অধিকারের অগ্রপথিক

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস উইমেনস কনফারেন্সে আম্বেদকর বলেন, "আমি একটি সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পরিমাপ করি নারীরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার দ্বারা।" শৈশবকালে আম্বেদকরকে বর্ণবৈষম্যের নিপীড়ন এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। হিন্দু মহার বর্ণের লোক, তার পরিবারকে উচ্চ বর্ণ-শ্রেণির দ্বারা "অস্পৃশ্য" হিসাবে দেখা হত এবং তিনি যেখানেই যেতেন সেখানে বর্ণ বৈষম্য তাকে অনুসরণ করত।

মনুবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণপ্রথার দ্বারা সৃষ্ট ও চিরস্থায়ী শ্রেণীবদ্ধ কাঠামো এবং মানসিকতার কারণে দলিত ও নারীরা সমাজের প্রান্তিক কোণে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকরা, যেমন সাবিত্রীবাই ফুলে, ফাতিমা শেখ, জ্যোতিবা ফুলে, নারায়ণ স্বামী, পেরিয়ার এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর এই শোষণমূলক পশ্চাদপসরণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলেছিলেন। আমাদের সংবিধানের স্থপতি বাবা সাহেব ছিলেন এই প্রশ্নে একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন দলিত ও মহিলাদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মী, অর্থনীতিবিদ এবং পাশাপাশি একজন শিক্ষাবিদও ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন সমাজের শোষিত ও প্রান্তিক শ্রেণির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। দলিত সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে দলিত নারীদের নিপীড়ন ও দুর্ভোগ সম্পর্কিত প্রতিটি দিক বোঝার দৃষ্টি ছিল তাঁর। এমন এক সময়ে যখন নারীদের ক্রমাগত প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, আম্বেদকর জাতি, শ্রেণি এবং লিঙ্গের নামে নারীদের ত্রিবিধ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাজ করেছিলেন। সংবিধানের একজন স্থপতি হিসাবে, আম্বেদকর আইনী বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যা দলিত এবং মহিলাদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পথ প্রশস্ত করবে।

একজন কর্মী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে, আম্বেদকর ক্রমাগত লিঙ্গের মধ্যে সমতার জন্য কাজ করেছিলেন। শ্রম আইনের আওতায় নারীরাও যাতে সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কাজ করেছেন। তিনি কাজের ঘণ্টা কমানো এবং কাজের অবস্থার উন্নতিতে সহায়ক ছিলেন। ১৯২৮ সালে, বোম্বাইয়ের আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে, তিনি কারখানায় কর্মরত মহিলাদের জন্য বেতনভুক্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করার একটি বিল সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে নিয়োগকর্তা যদি মহিলাদের শ্রমের সুবিধা পেয়ে থাকেন, তবে তাদেরও উচিত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীন মহিলাদের সমর্থন করা। বাকি অর্ধেক তিনি বিশ্বাস করেন যে সরকারের দেওয়া উচিত কারণ এটি জাতির স্বার্থে ছিল। আম্বেদকর নারীর প্রজনন অধিকার ও স্বাধীনতার একজন দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মহিলাদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত থাকবে। আম্বেদকরের নেতৃত্বে চলা আন্দোলনে নারীরা সবসময় পুরুষদের পাশাপাশি হাঁটতেন।

মহার সত্যাগ্রহের সময়, মহারদের (দলিত সম্প্রদায়) জল পান করতে না দেওয়ার আইন ভঙ্গ করতে ১০০০০ জন নারী-পুরুষ একত্রে হেঁটেছিল। কালারাম মন্দির প্রবেশ আন্দোলনে, আম্বেদকর নারীদের সামাজিক বাধা ভেঙে সাহসের সঙ্গে কথা বলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ১৯৩০ সালে, ১৫০০০ মানুষ এই আন্দোলনের অংশ নেওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে। রাধাবাই ভাদালে, এই আন্দোলনের একজন মহিলা যিনি বাবাসাহেবের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন "অপমানিত জীবন যাপনের চেয়ে একশোবার মরে যাওয়া ভাল"। এটি এই সত্যের প্রমাণ যে আম্বেদকর নারীদের জন্য লড়াই করার জন্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অধিকার রক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধে সর্বদা নারীদের শোষণ, পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খল ভাঙতে অনুপ্রাণিত করেছেন। অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস উইমেনস কনফারেন্সে এক ভাষণে, তিনি জোর দিয়েছিলেন: "আপনার সন্তানদের শিক্ষা দিন। তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করুন। বিয়ে করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না; বিয়ে একটি দায়বদ্ধতা। আপনি এটি শিশুদের উপর চাপিয়ে দেবেন না যতক্ষণ না তারা কার্যকরীভাবে তাদের থেকে উদ্ভূত দায় মেটাতে সক্ষম। সর্বোপরি, প্রতিটি মেয়ে যারা বিয়ে করে, তারা স্বামীর দাসী হতে অস্বীকার করে বরং স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে তারা স্বামীর বন্ধু এবং সম অধিকারের দাবি করে। এটি আম্বেদকরের নারীবাদ এবং নারীদেরকে হিন্দু ধর্মে পূর্ব নির্ধারিত নারী-অবস্থান সম্পর্কিত ধারনার বশবর্তী হয়ে পুরুষতান্ত্রিক ধারণার দাসত্ব না করার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার কথা বলে। আম্বেদকর বিবাহে সমান অংশীদারিত্বের অধিকারের জন্য সাবর্ণ নারীবাদীদের সামনে সমাবেশ করেছিলেন, যারা তার আহ্বানের প্রশংসা করেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে 'মুকনায়ক' নামে একটি সংবাদপত্র শুরু করেন। তিনি ১৯২৭ সালে বহিষ্কৃত ভারত নামে একটি দ্বি-সাপ্তাহিকও চালু করেন এবং এই উভয় সংবাদপত্রেই নিয়মিতভাবে নারী ও তাদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে অনেক প্রতিবেদন রচনা করতেন। দলিত নারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, এই সভায় বসা কায়স্থ ও অন্যান্য সবর্ণ নারীদের সন্তানদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী? আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে আপনার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ নারীর মতো চরিত্র এবং পবিত্রতা রয়েছে। বস্তুত, আপনার কাছে যে সাহস ও ইচ্ছাশক্তি আছে, তা ব্রাহ্মণ নারীরও নেই। তাহলে আপনার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ সন্তানদের আপমানিত হতে হবে কেন? আম্বেদকরের ধারণাগুলি ভারতের নারীবাদকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে, দলিত মহিলাদের সমস্যা এবং অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত না করে তাদের সংগ্রাম অসম্পূর্ণ। ডঃ আম্বেদকর বর্ণপ্রথা এবং শ্রেণি ব্যবস্থাকে দুটি প্রধান শত্রু হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি এই উভয় শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই নারীর অধীনতার জন্য দায়ী বলে মনে করেন। অস্পৃশ্যতার অমানবিক প্রথার প্রতিবাদে তিনি বিখ্যাত মহার সত্যাগ্রহের সময় ১৯২৭ সালের ২১ ডিসেম্বর 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে দেন। এই দিনটিকে বলা হয় মনুস্মৃতি দহন দিবস। তিনি বর্ণ-ভিত্তিক শোষণ এবং নারীর অধীনতার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করেছিলেন যে কীভাবে নারীদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের দেহের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণেই তিনি সংবিধানে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য অনেক আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

গণপরিষদ – ড. বি.আর. আম্বেদকর যথার্থভাবে বলেছেন, "শিক্ষিত নারী ছাড়া ঐক্য অর্থহীন এবং নারীর শক্তি ছাড়া আন্দোলন অসম্পূর্ণ। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে, ১২ জন মহিলা সহ (পরে ২৯৯ জন) সদস্য সহ একটি নতুন গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৫ মহিলা) গঠিত হয়েছিল। এই মহিলারা নানা পটভূমি থেকে এসেছিলেন। তাদের পেশা ও জীবনধারাও বিভিন্ন ছিল। তবে শুধুমাত্র মহিলাদেরই নয়, সামাজিকভাবে বঞ্চিত অংশের মতামত এর ও তারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তারা ছিলেন আইনজীবী, সংস্কারবাদী এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের মধ্যে অনেকে মহিলা সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং ১৯১৭ সাল থেকে নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাবেশে বিতর্ক এবং সংবিধান প্রণয়নে তাদের উদ্যোগ এবং অবদান, সমাজে তাদের অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্ট প্রতিফলন, কারণ তারা তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন বিষয়ে আদর্শ মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। গণপরিষদের মহিলা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আম্মু স্বামীনাথন, দক্ষিণানি ভেলাউধন, বেগম আইজাজ রসুল, দুর্গাবাই দেশমুখ, হংস মেহতা, কমলা চৌধুরী, লীলা রায়, সরোজিনী নাইডু, সুচেতা কৃপলানি, বিজয় এবং পন্ডিত অ্যানি লেক্স, মাসকারেনা। উইমেনস ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আম্মু স্বামীনাথন সাংবিধানিক আদেশকে সমর্থন করেছিলেন যা মহিলাদের সমান অধিকার দেয়। হংসা মেহতা তাদের যথাযথ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রদানের সঙ্গে মহিলাদের জন্য মর্যাদা এবং সুযোগ উভয়েরই সমতা দাবি করেছিলেন। দলিত অধিকার কর্মী, দক্ষিণানি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে দলিতদের তাদের বর্ণের ভিত্তিতে নয়, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। যেমন আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে আমরা প্রথমত এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয়। সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের প্রত্যেক নারী সদস্যই অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। অবশ্যই, ডক্টর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে গণপরিষদের মহিলা সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এটিকে শক্তিশালী করতে পেরেছিলেন।

হিন্দু কোড বিল –

আম্বেদকরের নারীবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণগুলির মধ্যে একটি ছিল হিন্দু কোড বিল। আম্বেদকরকে হিন্দু কোড বিলের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিলটি ছিল পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সম্পত্তি অনুশীলন, রক্ষণাবেক্ষণের নকশা আইন, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং দত্তক নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কিত। আম্বেদকর এটিকে ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের চর্চার বিরোধিতা করার এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে নারীদের অধিকারের সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বিলের মুখ্য আলোকপাত ছিল সম্পত্তির উপর নারীদের নিরঙ্কুশ অধিকার, এন্ডোগ্যামির অনুপস্থিতি (কেবলমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়, বংশ বা উপজাতির সীমার মধ্যে বিয়ে করার প্রথা), বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার এবং নারীদের হুমকি থেকে মুক্তি দেওয়া। বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিলটি যখন সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল, তখন এটি হিন্দু অধিকারের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ এটি উৎপাদন ও প্রজননের উপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিকে নাড়া দিতে পারে। যাইহোক, সংসদে "পরবর্তী সময়ে এটি মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তবে তা কখনই হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহর লাল নেহেরু, যিনি নারী অধিকারের কট্টর সমর্থক ছিলেন, তিনিও বিলটির পক্ষে অবস্থান নিতে পারেননি। হতাশার মধ্যে, আম্বেদকর ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১-এ আইন ও বিচার মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের ভাষণে আম্বেদকর বলেছিলেন: হিন্দু কোড ছিল এই দেশের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা। ভারতীয় আইনসভা অতীতে এইরকম কোনো আইন পাস হয়নি বা ভবিষ্যতে পাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন নয়, সুতরাং সেইদিক থেকে এটির গুরুত্ব আছে ।শ্রেণি এবং শ্রেণির মধ্যে, লিঙ্গ ও লিঙ্গের মধ্যে বৈষম্য, যা হিন্দু সমাজের অপরিহার্য। অস্পৃশ্যতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত আইন পাশ করা মানে আমাদের সংবিধানের প্রহসন এবং এ যেন গোবরের স্তূপে একটি প্রাসাদ তৈরি করা। এটাই আমি হিন্দু কোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছি; মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি শুধুমাত্র এর জন্যই রয়েছি। হিন্দু কোড বিলের আইনগুলি পরবর্তী বছরগুলিতে তিন ধাপে পাস হতে পারে।

নারী সম্পর্কিত বিষয়ে ডঃ আম্বেদকরের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা এত অধিকার অর্জন করতে পেরেছি, কিন্তু আজ ক্ষমতায় থাকা শাসক দল একই মনুবাদী পশ্চাদপসরণমূলক মতাদর্শকে সমর্থন করে এবং প্রচার করে, যা এত সংগ্রাম ও ত্যাগের পরে অর্জিত এই অধিকারগুলির প্রতি প্রশ্ন তোলে করে। আজ নারী আন্দোলনের সামনে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের বিভিন্ন স্তরে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নারীমুক্তি সম্পর্কিত সংবিধানের মৌলিক চেতনা রক্ষার জন্য আমাদের নারীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সেই শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ নাগাদ সিবিআই আধিকারিকরা ঢুকেছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে। ১০ ঘণ্টা কেটে গেল, এখনও চলছে তল্লাশি। উল্টে তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর অভিযোগ, জেরা চলাকালীনই নিজের দুটি মোবাইল নিয়ে গিয়ে বাড়ির পিছনে পুকুরে ফেলে দেন বিধায়ক।

পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে গত দুই দিন ধরে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌরশহরে মাইকিং করে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ মাছ। ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দাম কম হওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজনের ভিড় জমছে ইলিশের দোকানে।

অসমের জাতীয় উৎসব বিহুতে প্রধানমন্ত্রী

দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কথা প্রায়শই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। শুক্রবার তিনি অসমের বিহু উৎসবে সামিল হবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে সূত্রে জানানো হয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়ে বেশ কয়েক দিন অসমের মানুষ মেতে থাকে বিহুতে, বিহু অসমের জাতীয় উৎসব। প্রায় ১১ হাজার জন নৃত্যশিল্পী প্রধানমন্ত্রীর সামনে বিহু উৎসবে নাচবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার অসমের বিহু গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডিং নাম তুলেছে।

এক ফোনে দুয়ারে বসিরহাট পৌরসভা, যেকোনো সমস্যায় ডায়াল করলে মিলবে সুফল

হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার – 7001652592

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা:- অসহ্য দহনে জ্বলছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ। পাশাপাশি বাড়ছে মশার বাড়বাড়ন্ত। যার ফলে স্বভাবতই মানুষের মধ্যে বাড়ছে ডেঙ্গুর আতঙ্ক। বিগত বছর গুলিতে দেখা গিয়েছিল বসিরহাটের স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া ও হাড়োয়া সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ডেঙ্গু ও অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন বহু। তাই বিগত বছর গুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই তৎপর হলো বসিরহাট পৌরসভা। মশা ও মাছি বাহিত কোনরকম রোগ ছড়িয়ে কেউ যাতে সংক্রমিত না হন তার জন্য অভিনব এক পন্থা বেছে নিল বসিরহাট পৌরসভা। এদিন বসিরহাট পৌরসভার কনফারেন্স রুমে এই অভিনব পরিষেবার সূচনা করলেন পৌরসভার পৌর প্রধান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী ও উপ পৌর প্রধান সুবীর সরকার সহ বসিরহাট পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ দপ্তরের আধিকারিকরা। ডেঙ্গু তথা অজানা জ্বরকে প্রতিহত করতে বসিরহাট পৌরসভা চালু করল একটি ফোন ও হোয়াট্স অ্যাপ নাম্বার। যে নাম্বারে ফোন করে পৌর এলাকার যে কোন ব্যক্তির জ্বর বা ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে ওই বিশেষ নাম্বারে ফোন করে বা হোয়াট্স অ্যাপে বার্তা পাঠালে তাদেরকে পৌরসভা পরিচালিত ৩টি রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে রক্তের নমুনা দিলে দিনের দিনই সেই রিপোর্ট সেই ব্যক্তিকে জানানো হবে। বসিরহাট পৌরসভার পৌরমাতা অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী বলেন, "যেহেতু বসিরহাট পৌরসভার বিস্তার বহু দূর পর্যন্ত। তাই মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যদি কাউন্সিলাররা সমস্যার সমাধান করতে না পারেন তার জন্য এই ফোন নাম্বার চালু করা হলো।" ফোন তথা হোয়াট্স অ্যাপ নম্বরটি হলো ৭০০১৬৫২৫৯২। শুধুমাত্র ডেঙ্গু বা জ্বরের পরিষেবার জন্য নয় বসিরহাট পৌর এলাকার যেকোনো সমস্যা, অভিযোগ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যেও ব্যবহার করা যাবে এই ফোন নাম্বার বলে জানান উদ্যোক্তারা। এই ধরনের পরিষেবা পেয়ে স্বভাবতই পৌরসভাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সীমান্তবর্তী বসিরহাট পৌরসভার বাসিন্দারা

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক বন্ধু,
নববর্ষ কাটিয়ে আর একটা নতুন সকাল। নতুন বছরে সবাই নিজের নিজের মনে নিশ্চই কিছু শপথ, কিছু চ্যালেঞ্জ বা কিছু স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছেন নতুন বছরের পথচলা। কেউ কেউ আবার নিছক একটা ছুটির দিন বা একটু কাজের থেকে বিশ্রাম পেয়ে অবসর বিনোদন করেছেন। আর কাউকে তো কাজের মধ্যেই থাকতে হয়েছে কারণ সময়ের সাথে অনেক কিছু তাল রেখে চলে, তাদের থামতে নেই, তারা থামে না। গতকাল ৩৬ পাতার বিশেষ বৈদিক ই পেপার বার করার পর আমরা ও যেমন থামতে পারিনি, সারা রাত কাজ করার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই আমাদের বলো কলকাতার সক্রিয় ও অপরিহার্য সদস্যরা আবার ঝাপিয়ে পড়ে আজকের পেপার বের করেছে, তেমনি ৩৬৫ দিন আমাদের মতো অনেকেই কাজ করছেন বলেই এখনো পৃথিবীটা সচল আছে।
গতকাল দোকানে, প্রতিষ্ঠানে, বাড়িতে, মন্দিরে মন্দিরে চলেছে পূজা অর্চনার কাজ, কোথাও নতুন গৃহে প্রবেশের অনুষ্ঠান, কোনো জায়গায় দোকানে নতুন খাতা পুজো, বা শোরুমের উদ্বোধন। অনেক ধরণের মাঙ্গলিক কাজের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়।
দক্ষিণে কালীঘাট ও উত্তরে দক্ষিনেশ্বরের এই খানে আজ সকাল থেকে ছোট বড় ব্যবসায়ীদের ভিড় হয় নতুন বছরের মঙ্গলকামনায় মায়ের চরনে পুজো দেবার জন্য। আমাদের বলো কলকাতা আজ দুটি এই রকম শুভ অনুষ্ঠানের সূচনাতে সামিল ছিল। প্রথমে সকালে সন্তোষপুরে মা দুর্গা পূজা বা শারদীয়ার মণ্ডপের খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে। আর দুপুরে আমাদের পরিবারের সদস্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক পলাশ বৈরাগীর নতুন ছবির শুভ মহরত অনুষ্ঠানে। এই দুটি উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।
সবার এই নতুন বছর ১৪৩০ সাল খুব ভালো কাটুক, সবার আশা পূর্ণ হোক এই কামনা করি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।

সৌমিক সান্যাল
সম্পাদক-বলো কলকাতা

BKL
BOLO KOLKATA
www.bolokolkata.com
'বলো কলকাতা'য় বিজ্ঞাপনের প্রতিনিধি প্রয়োজন। ইচ্ছুক ব্যাক্তিগণ সত্তর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - +918240168370

জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার উপর হামলা

নিউজ ডেস্ক
গত বছর আততায়ীর হামলায় নিহত হয়েছেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এরই মধ্যে জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার উপর হামলা চালানো হল। শনিবার ওকায়ামা শহরে তাঁর উপর বোমা হামলা চালানো হয়। বিস্ফোরণের জেরে ওই অঞ্চল সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বলে জানা যায়।
জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপদেই সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি বোমা হামলা চালিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে পাকওড়াও করতে পেরেছেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় জাপানে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জাপানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শাসক দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারের জন্যই জাপানের পশ্চিমাংশের শহর ওকায়ামায় যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রচার চালানোর পর তিনি যখন বক্তব্য পেশ করছিলেন, সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তখন সেখানে বহু মানুষ ছিলেন। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে বিপত্তি কিছু ঘটেনি। জাপানের জাতীয় সংবাদমাধ্যম এনএইচকে-তে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তারক্ষীরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছেন দেখে জাপানের প্রধানমন্ত্রী পিছন ফিরে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছেন। সেখানে থাকা লোকজন সরে যাচ্ছে। সবাই ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছেন। পরমুহূর্তেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং ওই অঞ্চল সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলা চালানোর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকেই গ্রেফতার করেছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। স্থানীয় পুলিশ অবশ্য এ বিষয়ে মুখ খুলছে না। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এই ঘটনায় আতঙ্কিত। এক মহিলা বলেছেন, 'হামলার পরেই আমি ভয়ে ছুটতে শুরু করি। ১০ সেকেন্ড পরেই বিকট শব্দ শুনতে পাই। আমার সন্তান আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করে দেয়। আমি হতবাক হয়ে যাই। এখনও আমার আতঙ্ক কাটছে না'।প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য পেশ করছিলেন। আমরা মঞ্চের সামনেই ছিলাম। হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করে বলে, অপরাধী! বোমা ছোড়া হয়েছে। এরপরেই বিস্ফোরণ হয়। সবাই দ্রুত পালাতে শুরু করে।

মুখের দুর্গন্ধ কি শুধু মুখ থেকেই আসে?

মুখের দুর্গন্ধ বিব্রতকর একটি সমস্যা। এ সমস্যাটার সমাধান কিন্তু খুব সহজ—জীবনযাত্রায় ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন। আর এর পেছনে যদি আলাদা কোনো কারণ দায়ী থাকে, তাহলে সেটির চিকিৎসাও প্রয়োজন।

প্রতিটি মানুষের মুখ, দাঁত ও জিহ্বায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু জীবাণু থাকে। এগুলো নিজের সুস্থতার জন্যই প্রয়োজনীয়। তবে এসব ব্যাকটেরিয়া থেকে এমন কিছু উদ্বায়ী পদার্থ তৈরি হয়, যা মুখের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। মুখের স্বাভাবিক লালা সঞ্চারণের ফলে এমন দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থ জমা হতে পারে না, তাই সাধারণত সারা দিনে মুখে তেমন দুর্গন্ধ হয় না। ঘুমালে লালা সঞ্চারণ কমে যায়, ফলে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখের দুর্গন্ধ হয় অনেকেরই। নিয়মিত সঠিক উপায়ে দাঁত ব্রাশ, খাওয়ার পরে কুলকুচি, প্রয়োজনে ফ্লস ব্যবহার, মাউথওয়াশ ব্যবহার করার মাধ্যমে সহজেই এমন সমস্যা এড়ানো যায়।

ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ছাড়াও যেসব কারণে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে— খাবারদাবার এবং অভ্যাস
পেঁয়াজ, রসুন, কমলালেবুর রস এবং কিছু মসলার কারণে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। এ ছাড়া যেকোনো খাবার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলেও কিন্তু মুখে দুর্গন্ধ হয়। তাই না খেয়ে থাকতে হলে (যেমন পবিত্র রমজানে রোজা রেখে কিংবা উপবাসের সময়) মুখ পরিষ্কার রাখার প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে। যাঁরা অ্যালকোহল কিংবা ধূমপান করেন, তাঁদের মুখেও দুর্গন্ধ হয়। পান, সুপারি, জর্দা, গুল প্রভৃতিও দুর্গন্ধের কারণ।

দুর্গন্ধের অন্যান্য কারণ
শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ
সাইনাসে দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ
গলার পেছনের অংশে কফ জমা হওয়া
বদহজম
ডায়াবেটিস
লিভার বা কিডনির কিছু রোগ

দুর্গন্ধের সমাধান
মুখ পরিষ্কার করার সময় জিহ্বাও (গোড়ার দিকটাসহ) পরিষ্কার করুন।
ঘুমের আগে মাউথওয়াশ ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
চিনিবিহীন চুইংগাম চিবাতে পারেন।
মুখ শুকনা বোধ করলেই একটু পানি খেয়ে নিন, যাতে অন্তত গলাটা ভেজে।
পান, সুপারি, জর্দা, গুল, সিগারেট এবং অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

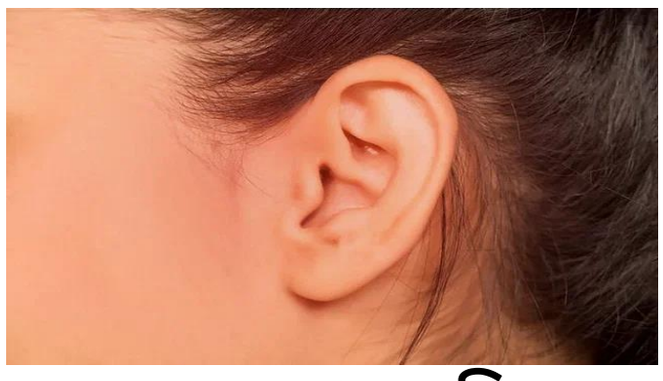

কানে জল গেলে কি বের করে আনাটা জরুরি?

হঠাৎ করে কানে জল যেতেই পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই। অনেকেই মনে করেন, কানে জল গেলেই কানের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই ধারণাটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই। সুস্থ কানে জল গেলে আদতে কোনো অসুস্থতাই সৃষ্টি হয় না। তবে সুস্থ কানে পানি গেলে বের করার চেষ্টা করতে গেলেই বাধে বিপত্তি।

যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে

কানে জল গেলে ভয় পাওয়া যাবে না।
কান থেকে পানি বের করার কোনো চেষ্টাও করা যাবে না।
নাক চেপে ধরে কান দিয়ে বাতাস বের করার চেষ্টা করেন অনেকেই। প্রচলিত বিশ্বাস হলো এভাবে বাতাসের চাপে কানের পানি বেরিয়ে আসবে। এ ধরনের প্রচেষ্টায় আমাদের মধ্যকর্ণের বিভিন্ন অংশ ভেতর থেকে আহত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকি কানের পর্দা ছিদ্রও হয়ে যেতে পারে। অথচ কানে ঢোকা জল এমন কোনো ক্ষতিই করত না।
অনেকে মনে করেন, কানে বেশি পরিমাণ জল দিলে আগে ঢুকে যাওয়া জলসহ পুরো জলটাই কান থেকে সহজে বেরিয়ে আসবে। এ জন্য কানে আরও জল ঢুকিয়ে দেন। এই ধারণাটিও কিন্তু ভুল। এতেও হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই এমনটা করবেন না।
কটনবাড দিয়ে কানের জল বের করার বা কানের অস্বস্তি দূর করার চেষ্টা করা যাবে না। কটনবাড কানের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।
কেউ কেউ আবার লাফিয়ে কিংবা মাথা ঝাঁকিয়ে কানের পানি বের করার চেষ্টা করেন। এমনটাও করা উচিত নয়।

BKL
BOLO KOLKATA
www.bolokolkata.com
সর্বদা সত্যের খোঁজে
যাদের খবর কেউ করে না তাদের পাশে আমরা
Follow us on -
bolokolkata tv
BOLO KOLKAT

শুরুটা ভালো করেও পাওয়ার প্লে-তে বড় রান তুলতে ব্যর্থ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তবে, বিরাটের ৪৭তম হাফ সেঞ্চুরিতে ভর করে আরসিবি শুরুটা ভালো করে। শনিবারের প্রথম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ৩ ওভারে শুরুটাও আক্রমণাত্মক করেছিলেন বিরাট কোহলি এবং ফাফ ডু প্লেসিস। কিন্তু, ডুপ্লেসিস ২২ রান আউট হতেই রান গতি কমে যায় আরসিবি-র। আজকের এই ম্যাচে দুই দলেই বেশ কিছু বদল করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। ১০ ওভার শেষে আরসিবি ১ উইকেট হারিয়ে ৮৮ রান তোলে। বিরাট ৩৪ বলে ৫০ করে আউট হন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৩ রানে থামে আরসিবি।

বলিউডের অন্যতম তাবড় প্রযোজক-পরিচালক কর্ণ জোহরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কঙ্গনা। কেন এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন? সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই। সমাজমাধ্যমের পাতায় কর্ণের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন কঙ্গনা। সেখানে কর্ণ বলছেন, ''যখন কঙ্গনা আমাকে 'মুভি মাফিয়া' বলেন, তখন উনি আদতে কী বলতে চান? উনি কি মনে করেন, আমরা বসে আছি কাজ নিয়ে আর ওঁকে কেউ কাজ দেওয়া হচ্ছে না? হতেই তো পারে, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেই জন্য আমার নাম 'মুভি মাফিয়া'? এটাও তো হতে পারে যে, আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহীই নই।'' কর্ণের এই মন্তব্যেই বেজায় চটেছেন কঙ্গনা।

চক্রবর্তী পরিবারে খুশির হাওয়া। মা হতে চলেছেন ঋদ্ধিমা চক্রবর্তী নববর্ষের শুভক্ষণে নতুন অতিথি আসার খবর শোনালেন গৌরব আর ঋদ্ধিমা। নতুন সদস্য আসার আনন্দ তাঁদের চোখেমুখে স্পষ্ট। নিজেদের এই মিষ্টি ছবি পোস্ট করে নায়িকা লিখলেন, "নতুন যাত্রা শুরু করতে চলেছি। নববর্ষের এই শুভ দিনে সবাইকে জানাতে চাই, আমাদের কোলে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। সকলের আশীর্বাদ জরুরি"।

আগের দিন তিনি গুরুতর আহত। পরের দিনই তিনি নিজের হাতে পয়লা বৈশাখের পুজো সেরেছেন। প্রতি বছরের মতোই। আচমকাই গুরুতর আহত মিমি চক্রবর্তী। বাঁ হাতের তর্জনিতে গভীর ক্ষত। অঝোরে রক্ত ঝরেছে। বরফ দিয়ে সেই রক্ত বন্ধ করতে হয়েছে। সে ছবি তিনি তাঁর সামাজিক পাতার স্টোরিতেও দিয়েছেন। সেই দেখে রীতিমতো শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুরাগীরা। পয়লা বৈশাখের সকালেই কিন্তু তরতাজা তিনি। বাঁ হাতজুড়ে মস্ত ব্যান্ডেজ। কী করে কাটল? জানা যায়নি। স্লিং-এ হাত ঝোলানো তাঁর। সেই অবস্থাতেই ডান হাতে বাড়ির দেব-দেবীর পুজো সেরেছেন।

ইডেনে হারের ধাক্কা সরিয়ে এবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিপক্ষ রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শেষ ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিট্যালসের বিরুদ্ধে জিতে ছন্দে ফিরেছে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা। আর টানা দু'ম্যাচ জয়ের পর শুক্রবার ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরে মুম্বই পাড়ি দিল কিং খানের কেকেআর।

বলো কলকাতা
বেঙ্গল টুডে
কলকাতা ২ বৈশাখ ১৪৩০, রবিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

নববর্ষের ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

তৌসিফ আহম্মেদ, বাঁকুড়া:- নববর্ষের ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো বাঁকুড়া শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে। শনিবার শহরের লালবাজার এলাকার বিলাসবহুল ঐ হোটেলের বারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ঐ হোটেল থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে পুলিশ ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হোটেল মালিক সন্টু দত্ত বলেন, শর্ট শার্কিট থেকেই এই দূর্ঘটনা ঘটেছে। আনুমানিক ৫০ থেকে ৭০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন হোটেল রুম গুলি কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই বড় বিষয় বলে তিনি জানান। বাঁকুড়া দমকল বিভাগের ওসি অভয় চৌধুরী বলেন, সম্ভবত শর্টশার্কিট থেকেই এই দূর্ঘটনা ঘটেছে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে তাঁরা এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করছিলেন বলেও জানান।

মন্তেশ্বর বিধানসভার মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেলের জন্য বাঁশের খুঁটিপুতে দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্ব বর্ধমান:- পূর্ব বর্ধমান জেলার,মন্তেশ্বর বিধানসভার বোহার শেখপাড়া এলাকায় মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেলের জন্য বাঁশের খুঁটিপুতে দলীয় কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। বোহার ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বোহার শেখপাড়া এলাকার ঘটনা, আক্রান্ত ব্যক্তির নাম আহম্মেদ হোসেন মল্লিক। শুক্রবার রাতে কালনা মহকুমা হসপিটালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে তাকে দেখতে কালনা হসপিটালে হাজির হন রাজ্যের গ্রহনাগার মন্ত্রীর সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। হসপিটালে হাজির হয়েও দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ উপরে দেন তিনি, জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার আহম্মেদ হোসেন মল্লিক আগামী ৩০ শে এপ্রিল তার মেয়ের বিয়ের জন্য স্থানীয় এলাকার, গোরস্থানের পাশ পর্যন্ত বাঁশের খুঁটি পুতে ছিলেন প্যান্ডেলের জন্য। এমন সময় প্রাক্তন বোহার ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস এর অঞ্চল সভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফের সাথে ঝামেলা বিবাদে জড়ান তিনি। এরপর সেই বাঁশের খুঁটি তুলে দিয়ে তাকে এবং তার স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ মোহাম্মদ ইউসুফ শেখ এবং তার দলের বিরুদ্ধে। সেই দিনই তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হলে তৃণমূল কর্মীদের চাপে সেখানে তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এর পেছনে স্থানীয় এলাকার প্রভাবশালীরা বর্ধমান সুপার কে ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করেছেন বলেও জানান তিনি। পরবর্তী সময় মন্ত্রীর অনুরোধে একদিন পরে শুক্রবার তাকে কালনা হসপিটালে ভর্তি করা হয়। শনিবার তাকে দেখতে কালনা হসপিটালে আসেন সিদ্দিকুল্লা বাবু। সিদ্দিকুল্লা বাবু তিনি বলেন তারা দলীয় কর্মী নয় এলাকার ত্রাস করে বেড়ায়, ভয় দেখিয়ে ২ নম্বরী কাজ কারবার করে, কাঠমানি খেয়ে তারা নিজেরা নিজেদের ঘর ঘোছাতে ব্যস্ত থাকে, মেমারি থানা তাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আছে দেখলেই বোঝা যায়। ওই ব্যক্তিকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন দলীয় কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে। এরই সাথে তিনি যোগ করেন এই ঘটনা ঘটার পরও জেলা নেতৃত্বের কোন হেলদোল নেই। জেলা নেতৃত্বের দিকেও তীর ছুড়ে দেন মন্ত্রী। সব মিলিয়ে জেলা নেতৃত্বের নাম না সামনে আনলেও, দলের একাংশের কর্মীদের কার্যকলাপে যে তিনি ক্ষুব্ধ সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তায় এদিন সামনে আসে শনিবার। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীদন্দ আছে।

বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার, গ্রেফতার পাঁচ

সন্তু মুখার্জী, হুগলী:- নদীয়ার রানাঘাটের পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করল মগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ সাইবার আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা সহ বেশ কয়েকটি দামী অত্যাধুনিক অ্যাপেলের মোবাইল উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত ১ লা ফেব্রুয়ারি ত্রিবেণীর বাসিন্দা জনৈক শুভজিৎ সাউ একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে শুভজিৎ এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্ধন ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার নাম করে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনলাইনের মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে অভিযুক্তরা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রানাঘাট থেকে চন্দন রায় (২২), সৌগত বৈরাগী ওরফে লিটন (৩১), সঞ্জয় দাস ওরফে সৌম্য শেখর ব্যানার্জী (২২), অর্ণব বিশ্বাস ওরফে রনি (২৪) এবং সৈকত গাঙ্গুলি ওরফে রাহুল (২৭)-কে গ্রেফতার করে।এ বিষয়ে শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, ডেপুটি সুপার (ক্রাইম) দেবীদয়াল কুন্ডু, সি আই শ্যামল চক্রবর্তী, ওসি নিরুপম মন্ডল সহ অন্যান্যরা। সৌম্যদীপবাবু বলেন, বৃহস্পতিবার ধৃতদের গ্রেফতার করে শুক্রবার চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক সকলকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া আটটি মোবাইলের মধ্যে তিনটি আই ফোন, দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং তিনটি সাধারণ ছোট মোবাইল। ধৃতরা বন্ধন ব্যাঙ্কের ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল। ফেসবুকে চাকরির বিজ্ঞাপনও দিত তারা। এর আগে এরা সকলেই কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

মালদহে ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চরক গাছ! উধাও টাকা

নারায়ণ সরকার, মালদা:- ছেলে ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ঈদের প্রাক্কালে টাকা পাঠিয়েছিল মাকে। ছেলের পাঠানো টাকা তোলার জন্য স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে যায় মা। টাকা তোলার জন্য নেওয়া হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট। কিন্তু তারপর সিএসপি কর্তৃপক্ষ জানায় লিংক না থাকার জন্য টাকা তোলা যাবে না। পরের দিন অন্য একটি সিএসপিতে গিয়ে দেখেন একাউন্টে এক টাকাও নেই। এদিকে ঘটনার ১৫ দিন হয়ে গেলেও সিএসপি মালিকের কথা অনুযায়ী এখনো একাউন্টে ঢোকেনি টাকা।নিজের টাকা ফেরত পেতে এবার পুলিশের দারস্থ হলেন ওই মহিলা। যদিও ওই সিএসপি মালিকের দাবি লিংক না থাকার জন্য উনি টাকা তুলতে পেরেন নি। টাকা কেটে নিয়েছিল একাউন্ট থেকে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী সেই টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেডিট হয়ে যাবে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গাংনদীয়া বাঁধপাড়া এলাকার বাসিন্দা খাইরুন বিবি।তার ছেলে ভিন রাজ্যের রাজমিস্ত্রির কাজ করে। মায়ের একাউন্টে ৭০০০ টাকা পাঠিয়ে ছিল।সেই টাকা তোলার জন্য খাইরুন বিবি মার্চ মাসের ১৫ তারিখ মিশ্রপাড়া ফুলচান মোড়ে বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কের একটি সিএসপিতে যান।ওই সিএসপির মালিক উজ্জ্বল মাহাড়া টাকা তোলার জন্য তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়। কিন্তু তারপরে জানায় লিঙ্ক নেই তাই টাকা উঠবে না।খাইরুন বিবি সেই সময় বাড়ি চলে যান। তারপরের দিন বাড়ির কাছে একটি সিএসপিতে আবার যান। গিয়ে ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখেন তার একাউন্টে এক টাকাও নেই। হতবাক হয়ে যান খাইরুন বিবি।তিনি উজ্জ্বল মাহারার কাছে গেলে উজ্জ্বল মাহাড়া বলেন লিংক সমস্যার জন্য টাকা কেটে নিয়েছে। সেই টাকা পুনরায় একাউন্টে ঢুকে যাবে। এদিকে তারপর ১৫ দিন হয়ে গেল এখনো ঢোকেনি টাকা।তিনি পুনরায় ওই সিএসপিতে গেলে তার কাছে আধার কার্ড এবং পাসবুক চাওয়া হয়। তিনি দিতে না চাইলে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। তারপরেই নিজের টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় গিয়ে উজ্জ্বল মাহাড়ার নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন খাইরুন বিবি।যদিও উজ্জ্বল মাহাড়ার দাবি এখানে তার কিছু করার নেই। নিয়ম অনুযায়ী টাকা ফেরত চলে যাবে। অভিযোগকারী খাইরুন বিবি বলেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নিয়েছিল কিন্তু তারপর বলেছিল লিংক নেই। তারপরে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব। আমি আমার টাকা ফেরত চাইছি। আমার ছেলে কষ্ট করে সেই টাকা পাঠিয়েছে। খাইরুন বিবির স্বামী আফসার আলী বলেন, আমার ছেলে আমার স্ত্রীর একাউন্টে টাকা পাঠিয়েছিল। সেই টাকা তুলতে গিয়ে এই বিপত্তি। আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই তাই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। সিএসপির মালিক উজ্জ্বল মাহাড়া বলেন, এই সমস্যাটা অনেকেই বুঝতে পারেন না আমাদের দোষারোপ করেন। লিংক না থাকলে টাকা ডেবিট হয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যে আবার সেটা ক্রেডিট হয়ে যায়। এই দুই সপ্তাহে অনেকদিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। তাই হয়তো দেরি হচ্ছে।

প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে খুলছে বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসপি। কিন্তু সেখানে গিয়ে অনেক সময় হয়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে টাকা তোলার সময় বিপত্তি ঘটছে। এলাকাবাসীর মতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারটি দেখা উচিত। মানুষকে সঠিক নিয়ম জানানো উচিত।

মালদহে প্রচন্ড গরমে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের, শোকের ছায়া

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা:- অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড দাবদাহে নাজেহাল আট থেকে আশি সকলেই। এই প্রচন্ড দাবদাহে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত মিল্কির আট গামা নরহরপুর গ্রামে। সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত দেহ আনা হলো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম পাণ্ডব মন্ডল বয়স (৩৭)বছর। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী নিরুপমা মন্ডল। পান্ডব মন্ডল মালদা পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন বর্তমানে। শনিবার নববর্ষ উপলক্ষে সে কাজের ছুটি নিয়েছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়।পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ছুটির দিন হিসেবে চাকরির পাশাপাশি চাষাবাদের কাজ করতেন পান্ডব মন্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। আজ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই নিজের জমিতে গিয়েছিল দেখাশোনা করতে। আর সেখানেই প্রচন্ড গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মিল্কি স্থানীয় হাসপাতালে। সেইখান থেকে কর্মরত চিকিৎসকেরা অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে পাণ্ডব মন্ডলকে। মেডিকেল কলেজে আনার পরেই জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকেরা ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। এই খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েন সিভিক ভলেন্টিয়ার এর স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সিভিক ভলেন্টিয়ারের এক ভাই জানান, আমার দাদা সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে তার ডিউটি ছিল মালদা পুলিশ লাইনে। আজ নববর্ষ উপলক্ষে দাদার ছুটি ছিল। আর এই ছুটির দিনেই দাদা আমাদের জমিতে দেখাশোনা করতে গিয়েছিল। সেখানেই প্রচন্ড গরমের কারণে দাদা অসুস্থ বোধ করে তড়িঘড়ি দাদাকে উদ্ধার করে প্রথমে মিল্কি হাসপাতালে আমরা নিয়ে যাই। সেইখান থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে আমার দাদাকে। আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার দাদার মৃত্যু হওয়ায় পরিবারকে একটি সরকারি চাকরির দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ আমার দাদা পরিবারের একমাত্র উপার্জনের দিক ছিল। কারণ সিভিক ভলেন্টিয়ার কাজ করে আমাদের সংসার চলত না বলে আমার দাদা চাষাবাদ করতো।

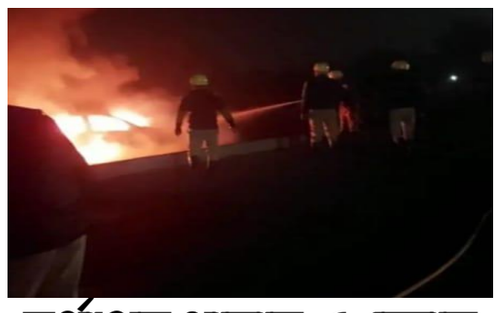

দুর্গাপুর থানার এ জোন পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন, ভস্মিভূত যাবতীয় নথি

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুড়ে গেল দুর্গাপুর থানার এ জোন পুলিশ ফাঁড়ি।আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত পুলিশ ফাঁড়ির যাবতীয় নথি, আসবাবপত্র। পুলিশ কর্মীরা আগুন জ্বলতে দেখে খবর দেয় দুর্গাপুরের দমকল বিভাগে।দমকলের একটি ইঞ্জিন কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুলিশ ফাঁড়ির যাবতীয় নথি ও আসবাবপত্র। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড।ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি দুর্গাপুর তথাগত পাণ্ডে। নিছক দুর্ঘটনা, নাকি রয়েছে অন্য কোনও কারণ, শুরু তদন্ত।

নদিয়ার হাঁসখালিতে শুটআউটে ধৃত আরও দুই!

নিউজ ডেস্ক

নদিয়ার হাঁসখালিতে শুটআউটে ধৃত আরও দুই । তৃণমূল নেতা আমদ আলির খুনের ঘটনায় গ্রেফতার শেখ গিয়াসউদ্দিন ও তাঁর ছেলে শাহীন বিশ্বাস । শনিবার ওই দু'জনকে হুগলির গ্রামীণ পুলিশের পান্ডুয়া থানার বৈঁচি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় । তার পর তাঁদের হাঁসখালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় পান্ডুয়া থানার পুলিশ।

তৃণমূল নেতাকে খুনের পরদিন হাঁসখালি থানার পুলিশ চায়ের দোকানের মালিক আব্দুল খালেক মণ্ডলকে আগেই গ্রেফতার করেছিল । গত ৮ এপ্রিল তাঁকে রানাঘাট আদালত দশদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে । ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আরও দুজনের নাম জানতে পারে । এর পরই গিয়াসউদ্দিন ও শাহীনের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ । পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় । ছবি পাঠানো হয় । এমনকি পুলিশ তাঁদের খোঁজে ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয় । পুলিশের অনুমান, সেখান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে এসে বৈঁচিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাবা ও ছেলে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া থানার পুলিশ শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ বৈঁচি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে ধরে ।

সুন্দরবনের পূর্ব খেজুরবেড়িয়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী হাজারী কালী মেলা ১১৮ তম বর্ষে পদার্পণ

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তর ২৪ পরগনা সুন্দরবনের গৌড়েশ্বর নদীর তীরে খেজুরবেড়িয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী হাজারী কালী মেলা ও চরক মেলা ১১৮তমতম বর্ষে পদার্পণ করল। হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে চলে এই পুজোর মেলা।এই কালি মেলাকে কেন্দ্র করে দেখা যায় ১৩১ টি কালী প্রতিমা মন্দিরে আসে পূজার জন্য।১০-১১ জন ব্রাহ্মন। তাঁদের মধ্যে ভূদেব চক্রবর্তী , চক্রবর্তী,বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী,অভিজিৎ চক্রবর্তী সহ বাকিরা। বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে কামনা বাসনা ও মানত করেন জাগ্রত মায়ের কাছে।দূর দূরান্ত থেকে বহু পাঠা,মায়ের মন্দিরে নিয়ে এসে পূজা দিয়ে বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। বারাসাত, কলকাতা, বনগাঁ, বসিরহাট,ক্যানিং বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু হাজার হাজার মানুষ পূজা ও মানসিক দিতে আসেন। মেলায় উপস্থিত ছিলেন, সন্ন্যাসী মণ্ডল ,বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, বন ভূমি কর্মধক্ষ রাধেশ মণ্ডল, এডভুকেট প্রসেনজিৎ জানা

DSA

DEBJIT SIR AWARD

আয়োজিত

SHAROD SAMMAN

মোঃ - ৮৬৯৭৭ ৭৫১২৩

MEDIA PARTNER

BKL
BOLO KOLKATA
www.bolokolkata.com

বঙ্গীয় প্রতিভা অন্বেষণ ২০২৩

(প্রতিযোগিতামূলক)

অঙ্কন (সকাল ৯.৩০মিঃ)	ক্রাফ্ট (সকাল ১১.৩০মিঃ)	নৃত্য (দুপুর ২.৩০ মিঃ)

প্রতিযোগিতার কেন্দ্র

হরিদেবপুর ৪১ পল্লী	৯ই এপ্রিল, ২০২৩, রবিবার যোগাযোগ - ৯২৩০৮ ১৮০৬৯
রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ	২৩শে এপ্রিল, ২০২৩, রবিবার মোঃ - ৯৮৩০০ ৬৮৫২১
বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ	৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে, ২০২৩ মোঃ - ৯৩৩০৮ ৬১৯৯৮

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৪ই মে (রবিবার) বিকাল ৩টে
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার, গোলপার্ক, দক্ষিণ কলকাতা

বলো কলকাতা
রবি সাপ্তাহিক
কলকাতা ২ বৈশাখ ১৪৩০, রবিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

আমি গর্বিত-আমি বাঙালী

পথভোলা

আমি গর্বিত আমি বাঙালি বলে
আমি ধন্য এই বাংলার মাটি ছুঁয়ে
আমি বাংলা মায়ের সন্তান হতে পেরে
আমি কৃতজ্ঞ বাংলায় কথা বলে।

আমি এই বাংলা ভাষাতেই হাসি
বাংলা ভাষায়তেই কাঁদি
আমি বাংলাতেই করি প্রেম
আমি বাংলাকে ভালোবাসি।

আমি রেগে যাই সেই বাংলাতে
আমি শান্ত হই বাংলার মাটিতে
আমি বাংলার রূপ দেখি বারে বার
আমি বাংলায় ফিরবো আবার।

বাংলা আমার মায়ের আঁচল
আমার পুণ্য ভূমি
একবার নয় বার বার আমি
বাংলাকে প্রণাম করি।

বাংলা আমার মাতৃসম আমার প্রথম ভাষা
আমি বাংলাতেই দেখি রঙিন স্বপ্ন
বাংলাতেই মনে জাগে আশা।

আমি বাংলার নদীতে দেখেছি ভাসতে
আমার পূর্বপুষসের অস্থি
আমার বন্ধু আত্মীয় প্রিয়ার
সে ছিল শেষ সঙ্গী।

বাংলার সাগর বাংলার পাহাড়
সবই তো আমার চেনা
বাংলা আমার গর্বের ভূমি
বাংলা আমার মা।

প্রেম আজও আছে

সৌমিক সান্যাল

প্রেম আজও আছে,
আজও প্রেমে পড়ে অনেকেই।
শুধু নিউক্লিয়ার জীবনের বাস্তবে,
প্রেমের আয়ুটা আজ বড়ো অল্প।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু প্রেম আজ বড়ো ভিত্তিহীন।
তাই আজকের ইন্টালিজেন্ট সন্তানদের কাছে,
বিখ্যাত প্রেমের ইতিহাস শুধুই রূপকথার গল্প।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু প্রেমের চাহিদাটা আজ কিছুটা গেছে পালটে।
আজ কিছু প্রেমের শুধু জিরো ফিগারের চাহিদা,
আর পকেটে হরেক রং-এর কার্ড।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু প্রেম আজকে বড়ো স্বাধীন।
পার্ক সিনেমা এখন ডেঙ্গু তারায়,
আজ খোলামেলা ভাবে রংবাজি করে প্রেম।
সবার মাঝে প্রেমটা এখন ইউনিক ফ্যাশন।।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু আজ অতটা সংযত নয় প্রেম।
বিয়ে টিয়ে আবার কিসব জিনিস,
এখন শুধুই রোম্যান্স।
তারপর OYO TOYO বলে কি যেন আবার প্রেম কক্ষ আছে।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু রুচিবোধটা বড়ো একেলে।
বসন্ত কোকিল আজ রিটায়ার্ড,
ডিজিটাল যুগে কোকিলের পদবি ডি.জে।

প্রেম আজও আছে,
কিন্তু প্রেম আজ বড়ো নির্বোধ।
আজ প্রেম দিবসের দিনে সবাই খোঁজে শুধু উষ্ণতা,
কজনই বা করে প্রেমের পূজা।

প্রেম আজও আছে,
শুধু নেই প্রেমের খোঁজ।
প্রেম কি আজ শুধুই মধুর,
নাকি প্রেমও আজ বিষাক্ত।
অতকিছু বুঝিনা আমি,
আমি আজও একি রকম প্রেমে আসক্ত।

চায়ের আড্ডা জমুক মুচমুচে স্ন্যাক্সে, বানান পটেটো-কর্ন কাটলেট

চপ, পকোড়া, কাটলেটের নাম শুনলেই জিভে জল বাঙালীর। সে নিরামিষ হোক বা আমিষ। সন্ধ্যার আড্ডায় এক কাপ চায়ের সঙ্গে মুচমুচে মুখরোচক খাবার পেট ও মন দুই ভরায়। আজ আপনাদের জন্য রইল পটেটো-কর্ন কাটলেট। বাড়িতে অতিথি অথবা বন্ধুবান্ধব এলেও চটজলদি পটেটো-কর্ন কাটলেট বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন এই মুখরোচক কাটলেট।

পটেটো-কর্ন কাটলেটের উপকরণ - ২ কাপ ভুট্টা, ১-২টো আলু সেদ্ধ, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচানো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, বেসন পরিমাণমতো, ব্রেড ক্রাম্বস, গোলমরিচ গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস, ভাজার জন্য তেল এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ।

পটেটো-কর্ন কাটলেট বানানোর পদ্ধতি - কর্ন চাইলে সেদ্ধ করে নিতে পারেন। বেসন এবং ভুট্টা মিক্সিতে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। তবে এতে জল দেবেন না। একটি পাত্রে ভুট্টা-বেসনের মিশ্রণের সঙ্গে আলু সেদ্ধ মাখিয়ে নিন। পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন।

এই মিশ্রণের মধ্যে আধ কাপেরও কম ব্রেড ক্রাম্বস ঢেলে দিন। কিছুটা বেসন, সামান্য কর্নফ্লাওয়ার এবং সেদ্ধ করে রাখা ভুট্টা অল্প ঢেলে মিশিয়ে নিন ভালো করে। এ বার মিশ্রণ থেকে পরিমাণমতো নিয়ে কাটলেটের মতো গোল বা চৌকো আকারের গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে সোনালী বাদামী করে ভেজে নিন কাটলেটগুলো। সস, কাসুন্দি এবং স্যালাড সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন পটেটো-কর্ন কাটলেট।

তরমুজ তো খাচ্ছেন, এবার চেখে দেখুন তরমুজের লাড্ডু! রইল সহজ রেসিপি

গ্রীষ্মের মরশুমে জনপ্রিয় ফল তরমুজ। গরমের দিনগুলিতে একদণ্ড আরাম দেয় এই রসালো ফল। পুষ্টিবিদরা বলেন, তরমুজের ৯২ শতাংশই জল। আর থাকে ভিটামিন ও এবং সি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। যে কারণে শরীর হাইড্রেট করে ও তরতাজা রাখতে সহায়তা করে এই ফল।

তরমুজ শুধুও খাওয়া যায়। আবার এটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পানীয়ও তৈরি করা যায়। কিন্তু তরমুজের লাড্ডু খেয়েছেন কি? একবার ট্রাই করে দেখতেই পারেন! দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন-

উপকরণ - একটা তরমুজ, পরিমাণমতো ঘি, আধ কাপ সুজি, গুঁড়ো দুধ পরিমাণমতো, স্বাদমতো চিনি, পরিমাণমতো শুকনো নারকেল গুঁড়ো।

তরমুজ লাড্ডু তৈরির পদ্ধতি - প্রথমে তরমুজের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিন। বীজগুলো বেছে ফেলে দেবেন। মিক্সিতে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেবেন তরমুজ। আলাদা করে জল মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কড়াইতে ঘি গরম করে সুজি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। সুজি হালকা ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে নিন। এর পরে ওই কড়াই ধুয়ে তাতে তরমুজের পেস্ট দিন। একটু নাড়াচাড়া করে এতে গুঁড়ো দুধ আর চিনি মিশিয়ে দিন। ঘন ঘন নাড়তে থাকুন।

কিছুক্ষণ রান্না করার পরে তরমুজের মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে এর মধ্যে শুকনো নারকেল গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। আরও কিছু ক্ষণ রান্নার পর দিয়ে দিন ভাজা সুজি। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। দেখবেন একটা সময় এটি সুজি হালুয়ার মতো হয়ে যাবে।

তরমুজ-সুজির মিশ্রণটি যখন প্যানের গা ছেড়ে উঠে আসবে, তখন সামান্য ঘি ছড়িয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হতে দিন। তার পর দু'হাতে ঘি মেখে অল্প অল্প করে নিয়ে গোল করে তৈরি করুন লাড্ডু। শুকনো নারকেলের গুঁড়োয় সবকটা লাড্ডু কোট করে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মুখরোচক তরমুজের লাড্ডু!

বসন্তের ফুল

পথভোলা

চল সজনী যায় রে দুজন
ওই বিহুর মেলাতে
মারাং গুরুর পূজাটা দিব
দুইজনে একসাথে।
কিনে দেবো কাচের চুরি
রং মিলিয়ে নিয়ে
রুনু ঝুনু বাজবে রে তোর
ওই নিটোল দুটি হাতে।
রস মাখানো জিলাপী খাবো
পাঁপড় সাথে করে
নাগর দোলায় চরবো দুজন
উড়বো ওই আকাশে।
লাল ডুরে শাড়ি কিনে দেব
সবুক ব্লাউজ সাথে
রানীর মতো লাগবে তোকে
পূর্ণিমার ওই রাতে।
সুখের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে
বসবো তোর কাছে
সোহাগ ভরা হাত দুটি তোর
থাকবে আমার বুকে।
চুলায় দিবি আগুন রে তুই
বাতাস দিবি তাতে
আমার মনে জ্বলবে আগুন
তোর শরীরের আঁচে।
পলাশ ফুলে সাজাবো তোকে
মাথায় দেব গুঁজে
তোর দেহেতেই মিশে যাবো
আঁধার গভীর হলে।
ও সজনী তুই যে আমার
প্রানের প্রদীপ হয়ে
ভোরের বেলায় উঠবিরে ওই
পূবের আকাশ জুড়ে।
বসন্তের ফুল তুই যে সখি
আমার এ জীবনে
তোর চোখেতেই দেখি আমি
এই পৃথিবী টাকে।

সৃজিতা চক্রবর্তী, কোদালিয়া, সুভাষগ্রাম।
দঃ২৪ পরগনা

রোহন দে (ক্লাস সেভেন)
শ্যামনগর

সপ্তম পর্ব-

" ভালোলাগা সে তো ভালোবাসা নয় "

✍️ - বেপরোয়া প্রেমিক

.....

আর যে দেশে স্কুল কলেজ এর থেকে বেশী অনাথ আশ্রম আর বৃদ্ধাশ্রম তৈরী হয় সেই দেশের মানুষদের নিজেকে শিক্ষিত বলাটা শিক্ষার অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু এরম ছিলোনা সবাইকে শিক্ষিত বানানোর জন্য প্রথম যে বইটা লেখা হয়েছিলো তার নাম ছিলো " মনুসংহিতা " ভগবানের নির্দেশে ঋষি মনু মহারাজ বই টি লিখেছিলেন যেখানে সবাই জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি কিভাবে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে সেটাই লেখা আছে এই বইতে।

যখুন ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরী করে আমাদের দেশ দখল করতে শুরু করে তখুন ওরা আমাদের শিক্ষা ব্যাবস্থার ওপর একটা সমীক্ষা করে , লর্ড ম্যাকাউলে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ একটা চিঠি পাঠিয়েছিল যেটা বহু বছর পরে প্রকাশ হয়ে যায় তাতে লেখা ছিলো আমাদের আদি গুরুপ্রথা বা টোল প্রথা যেখানে বাচ্ছাদের ছোটো থেকেই পাঠিয়ে দিয়ে বহুবছর ধরে তাদের সেখানে অনেক কিছুই শেখানো হতো প্রকৃত অর্থে একজন ভালো শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা হতো তার মতে সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি আর কোথাও ছিলোনা তিনি লিখেছিলেন ভারতবর্ষ দখল করতে গেলে সবার আগে সেই শিক্ষা ব্যাবস্থা কে ধংস করে দিতে হবে আর সেটাই হয়েছিলো ব্রিটিশরা আমাদের সমস্ত টোল আর স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিলো আর আমাদের ব্রিটিশদের শিক্ষা দিতে শুরু করেছিল।

আর যারা কিছু জায়গা জমি, টাকা পয়সা, সোনা গয়না ক্ষমতার লোভে হাজার হাজার মানুষ কে নির্মমভাবে খুন করে তারা আর যাই হোক শিক্ষিত নয় , ১৯১৯ সালে জালিয়ানওলা বাগ এ ঘেরা জায়গায় তারা ১০,০০০ মানুষ কে গুলি করে খুন করেছিলো যেখানে অনেক ছোটো বাচ্ছা আর মহিলাও ছিলো , এরা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে সেটা শিক্ষার অপমান , মানুষ খুন করা কখুনই শিক্ষার অঙ্গ হতে পারেনা।

বৃষ্টি - একদম ঠিক বলেছো সোনা একদম ঠিক আর তোমার এই চিন্তা ভাবনার জন্যই তো তুমি আমার মিষ্টি সোনা।

ড্রীম - এতো জ্ঞান দিলাম তার জন্য কটা পাওনা হলো গো।

বৃষ্টি - কত সখ সবসময় বাজে চিন্তা অসভ্য কোথাকার। এই শোনো আমি কখুনো সিনেমা হল এ বসে সিনেমা দেখিনি গো আমাকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে গো ?

ড্রীম - নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো মাই হার্ট। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি ভেবে যে তুমি কলকাতায় থাকো অথচ কখুনো হল এ বসে সিনেমা দেখোনি ?

বৃষ্টি - না গো দেখিনি। বাড়িতে VCR এ অনেক সিনেমা দেখেছি কিন্তু হল এ গিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। আর আমি তো এখানকার মেয়ে নয় আমার বাপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশ এর রামাইপুর বলে একটা জায়গা আছে সেখানে আমার দাদু ওখানকার একজন খুব বড়লোক ব্যাবসাদার ছিলেন আমার মা তার একমাত্র মেয়ে তাই আমার বাবা ঘরজামাই ছিলেন।

আমিও আমার বাবা মা এর একমাত্র মেয়ে দাদুর আদরের নাতনি , সারাজীবন মেয়েদের স্কুল কলেজ এই পড়াশোনা করেছি গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতো আবার ছুটি হলেই নিয়ে আসতো , দাদু খুব ভালোবাসলেও খুব রাগী মানুষ ছিলেন তাই আর অন্য কিছু ভাবার সুযোগ কোনোদিন ই হয়নি।

তারপর কলকাতায় বিয়ে হলো ছেলে আমেরিকা তে চাকরি করে এই শুনেই বিয়ে দিলেন দাদু, বিয়ের পর আমার স্বামী মাত্র ১০দিন ছিলেন কলকাতায় তারপর এই ১২ বছরে মাত্র এক বার এসেছেন ১০দিন থেকেছেন। আমার বাড়ীর লোকেরা সবাই জানে ওনার ওখানে আর একজন বিবাহিত স্ত্রী আছেন। আমার শশুর মশাই আগে জানতেন না তাই আমার জীবন টা নষ্ট করার জন্য তিনি আজও কষ্ট পান যদিও এতে ওনার কোনো দোষ ছিলোনা সেটা আমি ওনাকে বোঝাই।

আমার দাদু পরে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছেন যদিও সেটা আমি ই পেতাম কারণ আর তো কেউ নেই, আমার ব্যাপারটা আমার বাবা মা কে খুব কষ্ট দিয়েছিলো তাই আগে বাবা মারা গেলেন আমিও ওখানকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে মা কে আমার কাছে নিয়ে এসে রাখলাম , দু বছর আগে উনিও চলে গেলেন। এখুন শশুর শাশুড়ি আর মেয়ে নিয়ে সংসার

ড্রীম - ওকে কাল ম্যাটিনি শো তে সিনেমা যাবো নিউ এম্পায়ারে , আমার গাড়ি ঠিক হয়ে এসে গেছে গ্যারাজ থেকে, ৩টে শো টাইম তুমি ১টা নাগাদ ধাবার সামনে চলে এসো আমি তুলে নেবো।

বৃষ্টি - এতো আগে কেনো ?

ড্রীম - বাইরে লাঞ্চ করবো তারপর সিনেমা দেখবো।

বৃষ্টি - দারুন দারুন আইডিয়া উমমমমমা।

পরেরদিন আমি সকাল থেকেই রেডি হতে শুরু করলাম ড্রীম পাতলা শাড়ী পড়া পছন্দ করেনা তাই একটা ড্রীম এর ফেভারিট রঙের ব্লু পিওর সিল্ক পড়লাম সাথে ম্যাচিং ডায়মন্ড সেট খুব সেজে গুঁজে ধাবার কাছে গেলাম দেখি ড্রীম দাঁড়িয়ে আছে (আজ অব্দি কখুনো ও দেরিতে আসেনি ও সবসময় আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকে) আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো।

ড্রীম - ও মাই গড এখুনি আগে আমার ফ্ল্যাট এ যেতে হবে তারপর সিনেমা যাবো।

বৃষ্টি - অসভ্য কোথাকার সবসময় মাথায় শয়তানি বুদ্ধি , ফ্ল্যাট এ গেলে আমার শরীরে আর কিছু থাকবে এখুন , আমার দু ঘন্টা ধরে করা সাজগোজ সব নষ্ট করে দেবে , হবেনা ফেরার সময় যাবো ততক্ষুন চুপটি করে বসে থাকো।

ড্রীম একটু মনমরা হয়ে আমায় গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে আমায় সামনের সিটে বসালো তারপর নিজেই সিট্ বেল্ট লাগিয়ে দিলো আমায় চেপে ধরে।

বৃষ্টি - অসভ্য কোথাকার সিট্ বেল্ট টা কি আমি বাঁধতে পারতাম না। আর সিট্ বেল্ট বাধার জন্য শরীরের এতো জায়গায় হাত দিতে হয় ? সবসময় মাথায় শয়তানি বুদ্ধি।

নিউমার্কেট এর সামনে গাড়িটা পার্ক করে নামলাম সামনে একটা দোকানে মুসম্বি লেবুর রস তৈরী হচ্ছিলো তাই দেখে আমি বললাম।

বৃষ্টি - এই শোনো মুসম্বি লেবুর রস খাবে ?

ড্রীম - অতো ছোটো লেবুর রস আমি খাইনা , আমার সামনেই বাতাবি লেবু আর আমি কিনা মুসাম্বির রস খাবো। বাতাবি লেবুর রস ছাড়া আমি আর কোনো রস খাইনা।

বৃষ্টি - শয়তান একটা ছোটোলোক সবসময় মাথায় বাজে চিন্তা ঘোরে।

ড্রীম টিকিট টা কেটে এনে আমার সামনে এসে বললো চলো টিকিট কাটা হয়ে গেছে ওপরে ওদের রেস্টুরেন্ট আছে , ওপরে উঠে একটা সোফা তে আমরা দুজন বসলাম।

বৃষ্টি - এই শোনো এটা তো Bar ?

ড্রীম - তাতে কি হয়েছে এখানে খাবার ও পাওয়া যায়। কি খাবে বলো রাইস না নুডুলস ?

বৃষ্টি - রাইস ই খাবো।

ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো।

* সব চরিত্র কাল্পনিক ।

মতামত জানান - amitavachatterjee100@gmail.com

ক্রমশঃ -

সেই রাত

কলমে- মেম সাহেব।

ঘটনাটা ২০০১/২০০২ সাল হবে। সেবার পুজোর সময় একটা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম হিমাচল প্রদেশ। দশ দিনের ট্যুর ছিল আমি একা । আরো কুড়ি পঁচিশ জনের টিম ছিল। এজেন্সিরা আরো অন্যান্য জায়গা থেকে ট্যুরের লোক জোগাড় করেছিল। আমরা এখান থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে কালকা মেল করে গেছিলাম নেমেছি কালকা স্টেশনে। আগে রূটটা বলে দিই তারপর ঘটনা তে ঢুকবো। কালকা স্টেশনে নেমে আমরা শিবালিক এক্সপ্রেস হয়ে খুব সুন্দর কাচের গাড়িতে করে মনোরম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমরা সিমলা পৌঁছালাম। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা বলে বোঝানো যাবে না। বিভিন্ন পাহাড়ের বাক ,ঝর্ণা ,নদী সবকিছুর মধ্য দিয়ে আপডাউন আপ ডাউন করতে করতে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা পৌছালাম। সিমলার টালিবাড়ি থেকে একটু নিচে একটা হোটেলে ছিলাম যেখান থেকে পুরো সিমলার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। সেখান থেকে আমরা গেছিলাম জ্বালামুখী, ডালহৌসি ।এক একদিন এক এক জায়গায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাসে উঠলাম কুলু মানালির উদ্দেশ্যে। আমরা বিকাল চারটা নাগাদ বাসে উঠি এর আগে আমাদের তিন চার দিন অন্যান্য জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে। সাথে থাকা অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে প্রায় পরিচয় হয়ে গেছে । ওদের সাথে নানা ধরনের গল্প গুজব হয়। এই কয়দিন ঘোরাফেরা করতে করতে সবার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, একটা পরিবারের মত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ।আমার বয়স তখন ২২ /২৩ হবে সেই বয়স অনুযায়ী কয়েকজন ছেলে মেয়ের সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা ছেলে তার সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। ছেলেটির বয়স ২৮/ ২৯ হবে। একটা প্রাইভেটে জব করে। ছেলেটি খুব সুদর্শন বলবো না তবে একটি আত্মবিশ্বাস থাকা ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। রংটা একটু চাপা। আমার খুব ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে। ওর সাথে আমার ট্রেনেই পরিচয়। অন্যান্যরা পরিবারের সাথে গেছে ছেলেটি সিঙ্গেল ছিল আমার মত। আমরা একসাথে অনেক ঘুরেছি গাড়িতে সিট শেয়ার করেছি। বেশ হই হই করে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছিল। এবার শিমলা থেকে কুলু মানালি আসছি আমরা বিকেল চারটায় বাস ছাড়ল। রাতে পাহাড়ি রাস্তায় সবাই একটু ভয় ভয় পাচ্ছে। আমি আগাগোড়াই একটু সাহসী ছিলাম। আমি জানলার ধারে একটা সিট নিয়েছিলাম ।আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম পুজোর সময় পঞ্চমীর দিন তাই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ছিল পাহাড়িয়া জায়গায়। বাসটা প্রথম এসে দাঁড়ালো সোনেগাঁও । সেখানে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম রাত সাড়ে দশটার সময়। বাইরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ একদম গোল রুপোর থালার মত। আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি। যখন আমরা

ঘুনতার পেরিয়ে আসলাম সেখান দিয়েই বিরাজ নদী কুলুতে ঢুকছে । সত্যিই সুন্দর নদী অসাধারণ স্রোত। সেই নদীর পাশ দিয়ে বাসটা আসে, একদিকে খারাই পাহাড়। অদ্ভুত একটা মাদকতা ছিল সেই রাতে চাঁদের আলোটা যেন পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে জলে এসে পড়েছে। নদীর জলের মধ্যে একটা অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম সেই দৃশ্যের দিকে। কেমন যেন বিভোর হয়ে আমি প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছিলাম । একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া আর ঐরকম পরিবেশ আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।আমার পাশের সিটে কিন্তু সেই ছেলেটি বসেছে। সেও জানালা দিয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিল হঠাৎ করে কানের সামনে এসে বলল মেম সাহেব কি অসাধারণ না? আমিও যেন ঘোরের মধ্যে বললাম সত্যিই খুব অসাধারণ ! এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন ধন্য হয়ে যায়। পাহাড়ি রাস্তায় বাস চলার সময় তো একটু ঝাঁকুনি হয় তাই সেই ঝাঁকুনিতে দুজন যেন খুব পাশাপাশি চলে এসেছিলাম। সে আবার কানের কাছে এসে বলল মেম সাহেব কি অসাধারণ লাগছে তোমায়। ওই চাঁদের আলোটা বিরাজ নদীর জল ছুঁয়ে যেন তোমার মুখে এসে পড়েছে। ওই পরিবেশে

আমি কিছুই বলতে পারিনি। কারণ সত্যিই খুব রোমান্টিক পরিবেশ ছিল। আমি একটুখানি নিজের থেকে বেরিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছিলাম। কোথায় যেন একটা ভালো লাগা তৈরি হয়ে গেছিল। ছেলেটির নাম ছিল সুজয় । সুজয় ও ডান হাতটা আমার বাঁ হাতের মধ্যে আলতো করে রেখে দিল। আমার শরীরে খেলে গেল একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ।আমি আর না করতে পারিনি। আমি আলতো করে ওর হাতটা চেপে ধরলাম ,হয়তো এটাই ও চেয়েছিল। ও খুব জোরে আমার হাতটা চেপে ধরল আর দুজনে জানলার বাইরে সে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। কখন আমি খেয়াল করিনি ও হাতটা বদলে নিয়ে বা হাতটা আমার কাঁধে রেখেছে। ওর গরম নিঃশ্বাস আমার কাঁধের মধ্যে পড়ছিল সারা বাসের লোক কিন্তু ঘুমিয়ে আছে বাসে নীল আলো জলছিল। আমিও ওর কাঁধে আমার মাথাটা এলিয়ে দিলাম। সুজয় গান জানতো গুনগুন করে একটা রবীন্দ্র সংগীত গাইছিল আর সেই গানটা শুনে যেন আমার সারা শরীরে তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। আজ চাঁদনী রাতে সেই গানটা করছিল। আজ আনেক দিন পর সেই সুজয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেই ট্যুরটা সারা জীবন আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি বলতে দ্বিধাবোধ করবো না কখন যেন আমি সুজয়কে ভালবেসে ফেলেছিলাম। সুজয় আমার কাছ থেকে হাতটা নামিয়ে আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছিল আমি বাধা দেইনি , বাধা দিতে পারিনি কারণ আমি নিজেই চেয়েছিলাম ওর মধ্যে বন্দী হতে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথা রেখে সেই চাঁদের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুম্বন করেছিল আমার কপালে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার শরীরে যেন আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমিও ওর ঠোঁট কামড়ে ধরেছি। সেই কামরটা দীর্ঘস্থায়ী হলো অনেকক্ষণ । ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল জীবনে প্রথম আমি অনুভব করলাম একটা নারী আর পুরুষ কাছে আসার সম্পর্কের কথা। কি আকর্ষণ যে থাকে সেটা আমি বুঝতে পারলাম। মাঝে অনেক বছর পার হয়ে গেছে আমারও বিয়ে হয়ে গেছে হয়তো আমি আমার স্বামীর সঙ্গে অনেকবার ঘনিষ্ট হয়েছি কিন্তু সেই চুম্বনটা এখনো আমার ঠোটে লেগে আছে। সেটা আমি ভুলতে পারিনি আজও। ওই পরিবেশ ওই পাহাড়, চাঁদের আলো ,বিরাজ নদীর জল সবকিছু মিলিয়ে মাতাল করেছিল আমাকে। তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠলো সবাই আমার স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসলাম কলকাতা পৌঁছে গেলাম। সুজয় টা কোথায় হারিয়ে গেল ওকে আর খুঁজে পেলাম না আমিও আমার কাজের গণ্ডির মধ্যে ডুবে গেলাম । তারপর? তারপর তা তারপরই রয়ে গেল।

সমাপ্ত

চাইতে পারি না

চৈতালি (মুম্বাই)

আগ্রহ হোক, যত্ন হোক, বন্ধুত্ব হোক, ভালোবাসা হোক, বুকের ভিতরে একটু জায়গা হোক, অধিকার হোক বা সময়। চাইতে গেলে কোথায় যেন একটা আটকায়। মেসেজের উত্তর দেরি করে আসতে শুরু করলে তাই ঠিক। ফোন বেজে বেজে কেটে গেলে তাই ঠিক। কথা বলার আগ্রহ কমে গেলে তাই ঠিক। যোগাযোগ না রাখতে চাইলে, তাও ঠিক।

বুক ফেটে যায় তবু মুখ ফুটে বলতে পারি না, 'তোমার থেকে আমার এটা চাই। চাইই...'

একটা অদ্ভুত দ্বিধাবোধ কাজ করে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যা আসে তাই নিয়েই থাকি। মন তার থেকে বেশি চাইলে, মনকে বোঝাই, 'যা হাত পেতে চেয়ে নিতে হয়; তা তোমার নয়। না তোমার ছিল, না তোমার আছে, না কোনওদিন তোমার হবে।'

আমার কাছে নতুন বছর

মোনালিসা

তারিখ পাল্টায়, সাল পাল্টায়
পাল্টায় আরো কতো কিছু
পাল্টায় না শুধু আজও
তোমার আমার গল্প কিছু ।
যেমন ছিলে তুমি আগে
আমিও আছি এখনো তাই
ছা পোষা আর মধ্যবিত্তের
তারিখ শুধু পাল্টে যায়।
আমার কাছে নতুন বছর
রোজই আসে রোজই যায়
যায় আসে না আমার তাতে
তফাৎ শুধু তারিখ টায়।